হেরে যেতে যেতে একবার...

উদয়নীল ভট্টাচার্য্য

কেলেঘাইয়ের ধাতুরিয়া

রাতে ঘুমোতে যাওয়ার আগে ঝুল বারান্দায় এসে দাঁড়াই। ঘুমিয়ে পড়ছে গ্রাম। শুধু মাইকে ভেসে আসে বিলীয়মান কণ্ঠস্বর -- এতদ্বারা অঞ্চলের সমস্ত মানুষকে জানানো যাচ্ছে যে কেলেঘাই নদীর জল বিপদসীমার ওপর দিয়ে বইছে। সব াইকে সতর্ক থাকতে অনুরোধ করা হচ্ছে। কোন বিপজ্জনক পরিস্থিতি তৈরি হলে আমরা সতর্ক করে দেব। এতদ্বারা...।

পরদিন বিপদ দেখতে গেলাম। হুজুগে পড়ে। সবাই নিরাপদে বিপদ দেখতে যাচ্ছে। নদীর ধার পর্যন্ত মোরাম বেছানো রাস্ত া চলে গেছে। শুকনো দিনে ট্রলিচালকরা মাছি মারে। বিপদের দিন এলে তাদের নিশ্বাস ফেলার জো থাকে না। গোছানো বিপদের পারিপাট্য বড় মধুর দৃশ্য। অনেক অসচেতন ভ্রমণবিলাসী জুটে যায়। নিঃশঙ্ক চিত্তে আশঙ্কা ভ্রমণ। নদীর পাড়ে দেখছিলাম জলে খেলা। সন্ধ্যে নেমে আসছে। গোটা দশেক নৌকো বিপদলগ্নের প্রহরী, খেটো ধুতি পরা জনাকয়েক, যাদের জমি ঘর তলিয়ে যাবার কথা নিস্তব্ধ দাঁড়িয়ে। তবু পাঁপড় ভাজা, চা তৈরির বিরাম নেই ভ্রমণার্থীদের জন্য।

--- বাবু।

ঘুরে তাকালাম, গায়ে আধময়লা জামা, খেটো ধুতি, এক চল্লিশোর্ধ বিষণ্ণ মানুষ।

---আমায় বলছেন?

---আপনি বিদ্যাসাগর ব্যাঙ্কে কাজ করেন না?

---হ্যাঁ কেন?

---আমি চিনি আপনাকে, আপনি তো বই লেখেন, অভিনয় করেন, সোসাইটির ম্যানেজার বলছিল।

---ওই আর কি ?

---টি. ভি তে দেখলাম আপনাকে।

বিড়ম্বিত হই। কি আপদ, এখানে এসব কেন? কোথায় বিপন্নতার, বিষণ্ণতার গান শুনতে এসেছি, ফিরে গিয়ে এক কলম ফঁ াদব। দুঃখের সংলাপ কেমনধারা হলে মাটির কাছাকাছি হয়, লিখব সে সব কাহন, তা নয়, কোত্থেকে---

---আমরাও বই করি, মানে পালা আর কি। আশর্চ্য, এসব কে শুনতে চাইছে। কোথায় বলবে, দুটো চাষ পরপর তলিয়ে গেল, একবারও শস্যবীমার পয়সা পেলাম না। সোসাইটির লোন শোধ হয় নি। এরপর কি করব জানি না। তা নয় তো শিল্পচর্চা। মনে মনে প্রস্তুত হলাম, পাল্টে নিলাম প্লট। বেশ বিপন্ন এক শিল্পীর হেরে যাওয়ার কাহিনী টুকে নেওয়ার জন্য।

--- করেন, বা তা আর কি করেন।

---লিখি, অভিনয় করি, নির্দেশনার ইচ্ছে ছিল কিন্তু আমি যে পালা লিখি ওদের পছন্দ হয় না।

---কাদের?

---আমাদের দল বৈকুণ্ঠ যাত্রাসমাজ।

--- ও যাত্রা।

--- নিমাই ফেরে নাই, ময়না নদীর পাড়ে, শুনেছেন এসব বইয়ের কথা?

--- হ্যাঁ হ্যাঁ ইয়ে এসব তো বিখ্যাত সব ইয়ে, তা কোথায় রিহার্সা--- মানে মহড়া দেন?
--- যাবেন? কাছেই।
অগত্যা এড়িয়ে যাবার প্যাঁচ কষে বললাম, লেখার কাজেই এসছিলাম তো, দেখছি আর কি সব, সত্যি কি দুরবস্থা আপন াদের। রিলিফ টিলিফ পান। মানে ত্রাণ।
--- আমার লাগে না।
--- মানে?
--- আমার পরিবার নেই, মানে বিয়ে করিনি।
--- তা থাকেন কোথায়? কিছু করেন টরেন না?
--- হাজিরা খাটি, ভাইদের সংসারে থাকি। তবে সেসব বলার জন্য আপনার কাছে আসিনি, একটা নাটক লিখছিলাম---
--- নাটক ? না যাত্রা?
--- নাটক। যাত্রা আমার ভাল্লাগে না বাবু। ওদের তো বোঝাই। ওরা শুনতে চায় না। সেই রড ফিমেল দিয়ে প্রেম, বিরহ, খুনোখুনি --- আজকাল তো বাংলা সিনেমাও টুকে দিচ্ছে।
বলে কি ? এ তো আলোকিত অন্ধকার।
--- আমি মাঝে সাঝে শহরের দিকে যাই। নাটকের প্রতিযোগিতা দেখি। একটা লিখেছিলাম।
শুনবেন?
--- এখানে? অন্ধকার হয়ে আসছে।
--- মানে প্লটটা বলতাম।
--- বলুম তাহলে ছোট করে।
--- ঐ যে খুঁটিটা দেখছেন না ? ঐ যে গায়ে কালো কালি দিয়ে নম্বর লেখা। ওটা জলের মাপ দেখায়। ঐ যে লাল দাগটা, ওটা হল বিপদসীমা। ঐ দাগ ছুঁলে বাঁধের এপারের লোকগুলো সব ঘোষণা শুনে দূরে চলে যায়।
--- ঘোষণা কে করে?
--- এই যে দোতলা বাড়িটা দেখছেন, ওখান থেকে তো ওয়াচ করা হয়। ওরাই মাইকে বলে দেয়---
--- নাটকটা কি?
--- এই নিয়েই। বিশু একটা লোক। গরীব, কিন্তু পড়াশুনো করে। দেখার বাইরে দেখতে চায়। বিপদ আপদ হলে লোককে সাহায্য করে। প্রতিবছর যে ভে ভৌগোলিক কারণে (চমকে যাই) বন্যা হয়, কি করলে, কি ভাবে আন্দোলন করলে এসব ঠেকানো যায়, স্থায়ী সমাধান কি হতে পারে এনিয়ে লোককে বোঝায়, কিন্তু সবাই হাসে আর বন্যা হলে কাঁদে। এ পর্যন্ত ঠিকঠাকই ছিল হঠাৎ বাঁধ দেওয়ার ব্যাপারটা গ্রামের লোকেদের দিয়ে না করিয়ে ঠিকাদার দিয়ে করানোর ব্যবস্থা নেয় প্রশাসন।ফলে বাঁধ হয় ঠিকই কিন্তু প্রতিবছর কোথাও না কোথাও ফাটল ধরে। ঠিকাদার পয়সা পায়। বিশু হঠাৎ আবিষ্ক ার করল একটা তথ্য (বাবা এতো অ্যাকাডেমি ষ্টারদের ইন্টারভিউদের মত বলে)।জল বিপদসীমার ওপরে বইলে বাঁধঅ ারো উঁচু করার নির্দেশ দেয় প্রশাসন। ঠিকাদার তাই রাতের অন্ধকারে সীমা নির্দেশক মাপকাঠিটা লোক দিয়ে জলের নীচে আরো ঠেসে দেয় ফলে মাপ যায় গুলিয়ে। বিপদসীমা পার করিয়ে দেওয়া হয়। প্রশাসন নির্দেশ দেয় ঠিকাদার পয়সা প ায়, গরমেন্টের পয়সা (এই তো বাপু ধরা পড়েছো, গরমেন্ট?) জলে যায়। বিশু সেটা ধরে ফেলে। জলে লাফ দিয়ে সে ম াপকাঠির জালিয়াতি আটকাতে যায়।
--- এবং মারা যায়, তাই তো?
--- না বাবু, বিশু খুঁটি উপড়ে দেয়। ফলে নতুন করে মাপ হয়। ঠিকাদার প্রতিশোধ নেবার ছক কষে। তাছাড়া প্রশাসনেও তো খারাপ লোক থাকে, তারা গ্রামবাসীদের ভুল বোঝায় বিশুকে একঘরে করার জন্য। বিশু একঘরে হয়ে যায়।
--- কিন্তু আপনার তো বিশুকে জেতানো উচিত ছিল। মানুষের বিপদ নিয়ে যারা জালিয়াতি করে তাদের ধরিয়ে দেওয়া উচিত ছিল। হারিয়ে দেওয়া---
--- বাস্তবে তা কি হয় ?

বলে কি এভাবে নাটক শেষ করলে তো শহরতলির মঞ্চেও কল্কে পাবে না। উত্তরণ নেই। zয়গান নেই।
--- বাস্তবে যা হয় তা দেখানো তো নাটক নয় সেটা বাস্তব। নাটক তো যা হলে ভাল হতো সেটা দেখাবে।
--- লোকগুলো যারা দেখবে তারা জেতার খুশী নিয়ে বাড়ী চলে যাবে বাস্তবটা পাল্টাবে না। আমার একটা কথা ছিল বাবু আপনি যেখানে নাটক করেন সেখানে এ নাটক করানো যায় না ?
আরণ্যক উপন্যাসের কথা মনে পড়ে গেল। বালক ধাতুরিয়া সত্যচরণকেও এ প্রস্তাব দিয়েছিল। ছক্করবাজি নাচের কদর বিহারের প্রত্যন্ত গ্রামে কেউ দেয় নি, সত্যচরণ যদি তাকে কলকাতায় নিয়ে যায়, সেখানে প্রকৃত গুণীদের ভীষণ কদর। সেই কদর সন্ধানীর ট্র্যাডিশন আজো চলছে।
--- এভাবে বলা মুশকিল। আমি গিয়ে কথা বলি আপনাকে জানাব, চলি।
নদীর বাঁধ থেকে নীচে নামার জন্য পা ফেলি।
--- আরেকটু বাকী ছিল বাবু নাটকটা, মানে লাস্ট সিন, জলের মাপ লক্ষ্য করার যে ঘরটা, ওয়াচ হাউস, সেইখানে। গভীর রাতে সেখানে বসে ঠিকাদার আর প্রশাসনের বদ বাবুরা মদ খায়। তার সামনে দিয়ে চলে গেছে বাঁধটা। বিশু নদীর নীচে ডুব দিয়ে দিয়ে বাঁধেব সেই জায়গাটা সকলের অলক্ষ্যে ফুটো করে দেয় ইঁদুরের মত। আর অপেক্ষা করে ভরা বর্ষার জন্য। অন্তর্ঘাতের প্রস্তুতি নিতে থাকে।
লোকটার মুখোমুখি হই। সন্ধ্যের শেষ লগ্নেও চকচক করছে। সাধ্য কি ব্রাত্য জনের সঙ্গী দ্ধ করার।
--- এ নাটকের জন্য কলকাতা গিয়ে কি করবেন আপনি। বরং এখানেই কন আমিই যাব আপনাদের মহড়ায়। এ নাটক যাতে এখানেই হয় সেটা বোঝাব আপনার বন্ধুদের। যোগযোগ করবেন।
পা চালিয়ে নেমে আসতে লাগলাম দ্রুত। ভারী ভয় ভয় করছে। অন্তর্ঘাতের ভাবনা ভারী ভয়ানক, সংক্রামিত হলেই মুশকিল। এ নাটক কেউ করে না কি ? পাগল !

সৃষ্টিসন্ধান
Phone: 98302 43310
email: editor@srishtisandhan.com